আলমডাঙ্গায় জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে থানায় মামলা

আলমডাঙ্গার ঘোষবিলার ছেলে মালদ্বীপ প্রবাসী মিজানুর রহমানকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার পরও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছেন ঘোষবিলা গ্রামের মৃত বাদল উদ্দিনের ছেলে মাহিন উদ্দিন।

মিজানুরের মা কেঁদে কেঁদে জানান, মাহিন আমার বাড়ি এসে ভিডিও কলে দেখায় বিদেশে আমার ছেলেকে বেশ কয়েকজন গলায় ছুরি ধরে রেখেছে। এই দেখে কোন মায়ের মাথা ঠিক থাকতে পারে না। আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে জমি লিখে দিতে হবে। ছেলেকে বাঁচাতে মিজানুরের নামে সাড়ে ৫ শতক জমি আমাদের কাছ থেকে স্ট্যাম্প করে নেয়। এবং আমাদের হুমকি দিয়ে যায় এই কথা যদি কাউকে বলে তাহলে মালদ্বীপে আমার ছেলেকে বস্তায় পুরের নদীর পানীতে ভাসিয়ে দিবে।

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্তু এরই মধ্যে মালদ্বীপ পবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরণ করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে

গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারণ করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে সনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্তু এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরণের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সুব্রত জানান, মুক্তিপণ হিবেসে জমি লিখে নেওয়ার একটি অভিযোগপত্র আমার কাছে আছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে নব-নির্মিত

বিদ্যালয় ভবন ও রেলওয়ে অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নব-নির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এবং রেল স্টেশনের কার পার্কিং এরিয়া ও আপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। রবিবার বেলা ১১ টার দিকে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলজিইডি’র অর্থায়নে ৬২ লাখ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রেনি কক্ষের নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রুহুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অসিত বরণ পাল, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, ১নং ওয়ার্ড পৌর কাউন্সিলর আনারুল ইসলাম সেন্টু, মহিলা নেত্রী রুবিনা খাতুন সহ স্থানীয় আ.লীগের নেতা-কর্মীরা।

পরে কোটচাঁদপুর রেল স্টেশনের কার পার্কিং এরিয়া ও আপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। রেলওয়ে পাকশী বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেলওয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী অঞ্চল) মোঃ শাহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ রেলপথ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রানালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্থানীয় সাংসদ এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় প্রকৌশলী (১) বীরবল মন্ডল, সহঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (চুয়াডাঙ্গা) সুকুর বিশ্বাস। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম সহ রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারি। প্রায় ৭৫ লাখ টাকা ব্যায়ে রেল এই

জনতার হাতে ধরা পড়লো ছাগল চোর

রবিবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রাম থেকে অটোতে করে ছাগল চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় ভাটপাড়া গ্রামের কয়েকজন যুবক মোটর বাইক নিয়ে তাড়া করলে আলী আজগর মেম্বারের বাড়ির পাশ থেকে অটোসহ ৩ জনকে আটক করে ভাটপাড়া প্রাইমারি স্কুলে আটকে রাখে স্থানীয় জনতা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের রুবেল(২২),সবুজ(২২),রকি(২২) ছাগল চুরি করে পালালে আটক করে ভাটপাড়া গ্রামের কিছু যুবক।

উল্লেখ্য ৮ জুলাই কলাইডাঙ্গা গ্রামের শ্রাবনদের ৩টি ছাগল চুরি হয়, এছারাও বারাদী অঞ্চলের অনেক ছাগল চুরি হয়েছে।

জীবননগর সীমান্তে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি

আবু রাসেল ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শুকুর প্রমুখ।

জীবননগরে মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের গণপিটিশন

জীবননগরে জনবসতি এলাকায় মনোয়ারা সনো সেন্টার স্থাপন করে জনগনের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্ঠি ও পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন ।

ঘটনাটি জীবননগর পৌর সভার ৮নং ওর্য়াডের বসতি পাড়ায় ঘটেছে এ বিষয়ে স্থানীয়রা গণ স্বাক্ষর দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অনুলিপি প্রদান করেছেন ।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ জুলিয়েট পারউইন এবং তার স্বামী ডাঃ রফিকুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় জীবননগর পৌর শহরের বসতিপাড়ায় মনোয়ারা সনো সেন্টার অ্যান্ড নার্সি হোম নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।কিন্তু ক্লিনিকে আগত লোকজনের গাড়ি পার্কিয়ের তেমন কোন ব্যবস্থা না করায় সেখানে রাস্তার উপর প্রতিনিয়ত যানজটের সৃষ্ঠি হচ্ছে ।

যার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে । শুধু তাই নয় ক্লিনিকের পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্লিনিক ভবনের পানি নিচে ফেলার কারণে পথচারিরা নানা ভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।এ বিষয়গুলো ক্লিনিক মালিকদেরকে একাধীক বার বলা সত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি ।

এ বিষয়ে ডাঃ রফিকুল ইসলামের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি রিসিপ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা একটি অভিযোগ দিয়েছে তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে এ বিষয়ে এখনও কোন অভিযোগ পায়নি অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে মসজিদ কমিটিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া

জীবননগরে মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া পুলিশের বাধায় বন্ধ। অবশেষে ইউপি সদস্য আব্দুল মেম্বারসহ দুইজনের নামে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদিনীপুর গ্রামে ঘটেছে।

অভিযোগকারী মেদনীপুর গ্রামের মৃত আজিজুল তরফদারের ছেলে ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাওসার আলী অভিযোগ করে বলেন, আমদের গ্রামের মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ।

আমি গালি দিতে নিষেধ করলে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাকে মারধর করতে আসে এক পর্যায় বিষয়টি আমার ওর্য়াড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে বললে তারা আব্দুল মেম্বারের কাছে এসে ঘটনাটি জানতে চাই এ সময় আব্দুল মেম্বার তার দলবল নিয়ে আমাদের মারধর করার হুমকি প্রদান করে এ বিষয়ে আমি জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ

দায়ের করেছি ।

সীমান্ত ইউপি সদস্য আব্দুলের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেদিনীপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়টি শোনা মাত্র আমি সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়েছি ।বর্তমানে এটি থমথামা অবস্থায় আছে ।

তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে স্কুল ছাত্র নিখোঁজ

মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে স্কুল ছাত্র তামিম(১২)। রোববার দুপুরে সে খেলার সাথীদের নিয়ে গোসল করতে গেলে নিখোঁজ হয়। তামিমকে উদ্ধারে খুলনার ডুবুরীদলকে তলব করা হয়েছে।

তামিম গাংনীর কাজীপুর গ্রামের কাবের আলীর ছেলে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, তামিম তার নানা বাড়ি পীরতলা গ্রামে বেড়াতে আসে। রোববার দুপুরে সাথীদের সাথে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়।

পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। পরে খুলনার ডুবুরী দলকে তলব করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও খালের পাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাছ অবমুুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ ইসলাম,

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আলমগীর হুসাইন, জহিরুল লিমিটেড ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম,পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ।

এ সময় সরস্বতী খালে ২ মণ মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও খালের চারপাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করা হয়।

চম্পা রানী চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা মদের ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড়ে কাঁচা মালের আড়ৎ পট্টিতে প্রতিদিন বিকাল হলেই চলে মদের মিলন মেলা।

জানাগেছে ভালাইপুর মোড়ে কাচা মালের আড়ৎ পট্টিতে চম্পা রানী ঝাড়ু

দারের কাজ করে থাকে। এই সুযোগে প্রতিদিন বিকাল ৫ টার পর থেকে সন্ধার পর পযর্ন্ত ৫০ থেকে ৬০ লিটার মদ বিক্রি করে থাকে, প্রতিলিটার মদের দাম নিয়ে থাকে ৪০০ টাকা, চম্পা রানীর এই মদ খেতে ছুটে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ।এই মদ খেয়ে কেউ করছে পাগলামি কেউ করছে মাতলামি,আবার কেউ করছে মারামারি।

আর এই মদ ব্যবসায়ী চম্পা রানী-কে সহযোগীতা করছেন ভালাইপুর মোড়ের আড়তদার এলাকার কয়েকজন দালাল। এদিকে ভালাইপুর মোড়ের বেশ কয়েকজন দোকান দার বলেন শুধু চম্পা রানী ও কয়েকজন মানুষের কারণে ভালাইপুর মোড়ে মদের ছড়াছড়ি আর এই কারণে উঠতি বয়সের কিশোর থেকে শুরু করে বযস্করাও এই মদের নেশাই আসক্ত হয়ে পড়েছে।

মদ কিনতে আসা আলুকদিয়া মনিরাম পুরের পাখি ভ্যান চালক বিল্লা বলেন আমার এক বন্ধু হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললো ভালাইপুর মোড়ে থেকে চম্পারানীর কাছ থেকে আড়াই লিটার মদ নিয়ে আই ‘ তাই এসচ্ছি, এদিকে গোপিনাথপুরের মদ কিনতে আসা জৈনেক ব্যক্তি বলেন আগে চুয়াডাঙ্গায় মদ খেতে যেতাম এখন ভালাইপুর মোড়ে চম্পা রানীর কাছে সহজেই মদ কিনতে পারি।

তিনি আরও বলেন ভালাইপুর মোড়ে মদ বিক্রির কারণে মানুষ মদের নেশাই আসক্ত বেশি হচ্ছে। যেমন এই মদ কেনার টাকা মেনেজ করতে কেউ বিক্রয় করে জমির বাঁশ কেউ বিক্রয় করে জমির গাছ আবার কেউ বিক্রয় করে জমি। এই ভাবে গ্রামের কিছু কিছু সহজ সরল মানুষ এখন নিঃস্ব পথে পথে ঘুরছে এই চম্পা রানীর মদ খেয়ে। সাংবাদিক দেখে চম্পা রানী দৌড় দেই, ১০ মিনিট পর ফিরে আসলে মদ বিক্রির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমার মদ বিক্রির লাইসেন্স আছে আমার কেউ কিছু করতে পারবে না।

এদিকে ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির সভাপতি হাজী আমির হোসেনের বলেন মদ বিক্রির কারণে ভালাইপুর মোড়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, উঠতি বয়সের ছেলেরা মদে আসক্ত হচ্ছে, বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নিয়েছি কিন্তু দুদিন পর আবার দেখি মদ বিক্রি হচ্ছে।

ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি আরও বলেন আমরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি ভালাইপুর মোড় থেকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি। তাই এই বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকারি খাল ইজারা দিলেন মাতবররা !

মুজিবনগরের সোনাপুর, নাজিরাকোনা, বল্লবপুর, ভবেরপাড়া, কেদারগঞ্জ ও মানিকনগর হয়ে ভৈরবে প্রবেশ করেছে সরস্বতী খাল। এর মধ্যে সোনাপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে ভারত পর্যন্ত প্রায় দুই কিলো মিটার।

উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় ওই অংশটুকু খনন করতে বাকি রয়েছে। আর সেই সুযোগে সরকারি ওই খাল গ্রামের কিছু মাতবর শাহিন আলম নামের এক ব্যক্তির কাছে অবৈধভাবে অলিখিত লিজ দিয়েছেন এক বছরের জন্য।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে সরকারি খাল লিজ দেওয়ার কোন বৈধতা নেই। প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়েই এ লিজ দেওয়া হয়েছে।

সোনাপুর মাঝপাড়া নামক এক জায়গায় ঐ গ্রামের হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যাক্তির সাথে সরস্বতী খালের জমি নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন। এ কারনে খালের কিছু অংশ খনন করা স্থগিত করেছে উপজেলা প্রশাসন। মামলা চলা জমি খনন না করার ফলে খালের মাঝ বরাবর একটি বাধের সৃষ্টি হয়েছে। এতে পানি চলাচল করতে পারেনা। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সোনাপুর গ্রামের কিছু মাতবরের যোগসাজসে ঐ দুই কিলোমিটার খাল ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকায় অবৈধভাবে ইজারা দিয়েছে বলে জানা গেছে। সোনাপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে শাহিন আলম স্থানীয় নেতাদের কাছে ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে খালটি দখলে রেখেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সরস্বতী খাল। পার্শ¦বর্তি দেশ ভারত থেকে বাংলাদেশের মুজিবনগর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম বেয়ে ভৈরবে পতিত হয়েছে। কালের বিবর্তনে নাব্যতা হারানো খালটি ২০১৯ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুন:খনন এর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ৪ এপ্রিল জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পুন:খননের উদ্বোধন করেন। খালটি ৭ কোটি ৭০ লাখ

টাকা ব্যায়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার খনন করা হয়। এতে খালটি পুর্ণ যৌবন ফিরে পায়। বেড়ে যায় তার বয়ে চলার গতি।

শাহিন বিষয়টি স্বীকার করে জানান, আমি কিনেছি। টাকাটা গ্রামের মসজিদ উন্নয়নের কাজে ব্যাবহার হচ্ছে। সরকারি খাল কিভাবে কিনলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রামের মাতবরেরা আমাকে কেনার সাহস দিয়েছে। এছাড়াও মসজিদ কমিটির সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতী খাল বিক্রির বিষয়ে সরেজমিনে গেলে সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের আনারুল জানান, ইতিমধ্যে ৩ ব্যারেল মাছ ছাড়া হয়েছে। এটা সরকারিভাবে না ব্যাক্তিগত ভাবে মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ব্যাক্তিগত ভাবে ছাড়া হয়েছে। এসময় আব্বাস আলী নামের এক কথিত নেতা সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়। সেই সাথে খাল বিক্রির সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের হুমকি দেন।

সোনাপুর মাঝ পাড়া মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার ওমর আলী জানান, আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে খালটি বিক্রি করেছি। এই টাকা মসজিদ উন্নয়নের জন্য ব্যাবহার হচ্ছে।
সোনাপুর মাঝপাড়ার মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা নিয়াজ উদ্দিন জানান, সম্প্রতি মসজিদটি নির্মান বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছে। প্রতিবছরই ঐ খাল থেকে গ্রামবাসী কিছু অর্থ উপার্জন করে। এ বছরও কিছু টাকার বিনিময়ে খাল একজনের দায়িত্বে দেওয়া হয়। যে টাকা গুলো মসজিদ ডেকোরেশন ও ইমাম সাহেবের বেতন বাবদ খরচ করা হচ্ছে।

তবে অবৈধভাবে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা নিয়ে অনেকেই বিষয়টি বাকা চোখে দেখছে। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকেও বিষয়টি বেশ অসম্মানের বলছেন অনেকেই।
স্থানীয় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন জানান, এ বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি আমাকে খোঁজ নিতে বলেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি বিষয়টি সত্য। এজন্য গ্রামের কিছু লোকজন বৈধ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমানি গনির কাছে যায়। কিন্তু স্যার এ বিষয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিভাবে সরকারি খাল বিক্রি করলেন এমন প্রশ্ন করেন। তারপরি গ্রামের লোকজন ফিরে আসে। এখন সে অবস্থাতেই আছে।

মুজিবনগরে নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, খালের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে সরকারি খাল কোনভাবেই গ্রামের লোকজন কাউকে ইজারা দিতে পারবে না। যদি কেউ টাকার বিনিময়ে সরকারি সম্মত্তি অবৈধভাবে ইজারা নেয় তবে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত

ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এ বিষয়ে বলেন, সরস্বতি খালের বিষয়ে কিছু জমি নিয়ে হাই কোর্টে মামলা চলছে। আমরা বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য চেষ্টা করছি। এছাড়াও ইজারার বিষয়টি আমরা দেখবো। ছোট খাটো যে সমস্যা গুলো আছে সেগুলো দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করবো।

মেপ্র/এমএফআর